



ঢাকা সিটি কলেজ

স্থাপিত-১৯৫৭

রোড নং-২, ধানমন্ডি, ঢাকা-১২০৫, বাংলাদেশ। ফোন : ২২৩৩৬৪১১৫

Web address : www.dhakacitycollege.edu.bd, E-mail : dhakacitycollege1250@gmail.com

সূত্র নং ডিসিসি-৬৪৪২

তারিখ : ২৭.০৫.২০২৫

সম্প্রতি কলেজে উদ্ভূত পরিস্থিতির প্রেক্ষিতে কলেজ কর্তৃপক্ষের বিবৃতি

এতদ্বারা ঢাকা সিটি কলেজের ছাত্রছাত্রী, অভিভাবক, শিক্ষক, কর্মকর্তা-কর্মচারী এবং সংশ্লিষ্ট সকলের জ্ঞাতার্থে জানানো যাচ্ছে যে, কতিপয় শিক্ষার্থী ফেইসবুকে মিথ্যা প্রোপাগান্ডা চালিয়ে ২৬শে মে, ২০২৫ তারিখে মানববন্ধনের ডাক দেয়। কলেজ কর্তৃপক্ষ বিশৃঙ্খলা সৃষ্টির আশংকায় ওই দিন একাদশ শ্রেণির ছাত্রীদের ক্লাস সকাল ১০:৩০ মিনিটে সমাপ্ত ঘোষণা করে এবং দিবা শাখার ছাত্রদের ক্লাস স্থগিত ঘোষণা করে। পরবর্তীতে দুপুর ১২:০০ টার দিকে বহিরাগত, সাবেক এবং বর্তমান কিছু উচ্ছৃঙ্খল শিক্ষার্থী (২০-২৫ জন) কলেজের সামনে এসে বিশৃঙ্খলা সৃষ্টি করে এবং এক পর্যায়ে উত্তেজিত ও মারমুখী হয়ে গেইটে আঘাত করে। তৎক্ষণাৎ কলেজের সকল শিক্ষক-শিক্ষিকা, কর্মকর্তা-কর্মচারী একযোগে গেইট থেকে রাস্তায় বেরিয়ে আসলে তারা পিছু হটতে বাধ্য হয়। পরবর্তীতে তারা আবার বেলা ১:০০ টার দিকে একত্রিত হয়ে স্টার কাবারের দিক থেকে কলেজের দিকে উত্তেজিত হয়ে অগ্রসর হতে থাকে। এই পর্যায়ে শিক্ষক ও শিক্ষিকাদের সাথে তাদের উত্তপ্ত বাক্য বিনিময় হয়। পরবর্তীতে উপাধ্যক্ষের ঘোষণা মোতাবেক সকল শিক্ষক-শিক্ষিকা কমার্স সেমিনারে সমবেত হন এবং সেখানে ওই বিশৃঙ্খলা সৃষ্টিকারীদের মধ্য হতে ০৫ জনকে তাদের দাবি-দাওয়া পেশ করার জন্য আহ্বান করা হয়। উল্লেখ্য, ০৫ জনের পরিবর্তে তখন সবাই তারা কলেজ ক্যাম্পাসে প্রবেশ করে। তবে কমার্স সেমিনারে ৫/৭ জন দাবি পেশ করার জন্য সামনে এগিয়ে আসে। তাদের পেশকৃত দাবি এবং এর প্রেক্ষিতে কলেজের সকল শিক্ষকের সর্বসম্মত জবাব নিম্নরূপ :

১ নং দাবি: কলেজের সিডিকেট ভাঙতে হবে।

জবাব: ঢাকা সিটি কলেজ একটি স্বনামধন্য রাজনীতিমুক্ত কলেজ। এটি দেশের সকল আইন-কানুন মেনে অত্যন্ত স্বচ্ছতার সাথে পরিচালিত হয়। এখানে কোনো প্রকার সিডিকেট থাকার প্রশ্নই আসে না। শিক্ষকদের সম্পর্কে 'সিডিকেট' এর মতো মানহানিকর ও ন্যাঙ্কারজনক শব্দ ব্যবহার করা উদ্দেশ্য প্রণোদিত ও অত্যন্ত দুঃখজনক।

২ নং দাবি: কলেজের গেইট রং করা এবং নতুন নামফলক ১৫ দিনের মধ্যে প্রতিস্থাপন করা।

জবাব: কলেজের গেইট অবশ্যই রং করা হবে এবং আরও উন্নতমানের নামফলক লাগানো হবে। তবে তা ১৫ দিনের মধ্যে সম্ভব নয়।


28/5/25


28.05.25

৩ নং দাবি: যোগ্যতার ভিত্তিতে শিক্ষক নিয়োগ দিতে হবে এবং শিক্ষকদের রাজনীতিমুক্ত রাখতে হবে।

জবাব: ৫ই আগস্ট ফ্যাসিস্ট সরকারের পতনের পর কলেজে কোনো স্থায়ী শিক্ষক ও কর্মকর্তা-কর্মচারী নিয়োগ দেওয়া হয়নি। ভবিষ্যতে শিক্ষক নিয়োগ দেওয়া হলে তা অবশ্যই যোগ্যতার ভিত্তিতে এবং স্বচ্ছ ও আইনানুগ প্রক্রিয়ায় নিয়োগ দেওয়া হবে।

ঢাকা সিটি কলেজ একটি রাজনীতিমুক্ত কলেজ। এখানে ছাত্র, শিক্ষক, কর্মকর্তা ও কর্মচারীদের রাজনৈতিক যে কোনো কর্মকাণ্ড সম্পূর্ণ নিষিদ্ধ।

৪ নং দাবি: অভিভাবক ও শিক্ষার্থীদের হয়রানি বন্ধ করতে হবে।

জবাব: অভিভাবক এবং শিক্ষার্থীদের কখনোই হয়রানি বা অসম্মান করা হয়নি। এ জাতীয় অভিযোগ সম্পূর্ণ মিথ্যা, বানোয়াট ও ভিত্তিহীন।

৫ নং দাবি: কলেজের ক্লাবগুলি রানিং করতে হবে, ফান্ডিং করতে হবে এবং দুর্নীতি বন্ধ করতে হবে।

জবাব: প্রয়াত অধ্যক্ষ প্রফেসর মো. হাফিজ উদ্দিন স্যারের সময় ঢাকা সিটি কলেজে কোনো ক্লাবের কার্যক্রম ছিল না। কলেজের সকল শিক্ষা সহায়ক কার্যক্রম ছাত্র কাউন্সিলের মাধ্যমে সম্পন্ন করা হতো। ৫ই আগস্টের পরিবর্তনের পর শিক্ষার্থীদের দাবির প্রেক্ষিতে কিছু ক্লাবের কার্যক্রম পরিচালনার অনুমতি দেওয়া হয়। ইতোপূর্বে ক্লাবের নামে কোনো অর্থায়ন করা হয়নি এবং ভবিষ্যতে অর্থায়ন করতে হলে তা ছাত্রদের নিকট থেকে আদায়ের মাধ্যমেই করতে হবে।

ঢাকা সিটি কলেজের প্রতিটি খরচের ভাউচারে হিসাবরক্ষক, হিসাবরক্ষণ কর্মকর্তা, উপাধ্যক্ষ এবং অধ্যক্ষের স্বাক্ষর থাকে। এক্ষেত্রে দুর্নীতি হওয়ার কোনো সুযোগ নেই। তাছাড়াও ঢাকা সিটি কলেজের সকল লেনদেন ব্যাংকের মাধ্যমে করা হয়। ঢাকা সিটি কলেজের হিসাবপত্র অভ্যন্তরীণ নিরীক্ষক দ্বারা নিরীক্ষা করা হয় এবং বছর শেষে একটি স্বনামধন্য CA ফর্ম দ্বারা নিরীক্ষা করা হয়। অতএব দুর্নীতির সুযোগ কোথায়?

৬ নং দাবি: হিসাববিজ্ঞান বিভাগের প্রফেসর মো. জাহাঙ্গীর হোসেনকে কোনো তদন্ত ছাড়াই কেন চাকরিতে পুনর্বহাল করা হলো তার জবাব পরবর্তী ০২ কর্মদিবসের মধ্যে দিতে হবে।

জবাব: হিসাববিজ্ঞান বিভাগের প্রফেসর মো. জাহাঙ্গীর হোসেন মোবাইল ফোনে ছাত্রদের গালিগালাজ করার কারণে কলেজ গভর্নিং বডির সিদ্ধান্ত মোতাবেক তাকে ০৬ মাসের জন্য সাময়িকভাবে বরখাস্ত করা হয়, যা তার অপরাধের জন্য যথেষ্ট শাস্তি। তার শাস্তির মেয়াদ শেষ হওয়ায় তিনি পুনরায় কলেজে যোগদান করেছেন। কাজেই এখানে জবাবদিহিতার বা নতুন করে তদন্তের কিছু নেই।


28/5/25


28.05.25

৭ নং দাবি: অতীতের প্রতিশ্রুত দাবি মানা হয় নাই।

জবাব: অতীতের সকল দাবিই মানা হয়েছে। ছাত্রদেরকে সুনির্দিষ্টভাবে কোন্ দাবি মানা হয়নি জিজ্ঞাসা করা হলে তারা কোনো সদুত্তর দিতে পারেনি।

৮ নং দাবি: কাউন্সিলর নির্বাচন হয় না কেন? যারা যোগ্য নেতৃত্ব দিতে পারে তাদেরকে কাউন্সিলর হিসেবে নিয়োগ দিতে হবে, মেধার ভিত্তিতে নয়।

জবাব: ঢাকা সিটি কলেজে বিগত প্রায় ৩৩ বছর যাবৎ মেধার ভিত্তিতে কাউন্সিলর নির্বাচন হয়ে আসছে এবং এর সুফল স্বরূপ কলেজ আজও রাজনীতিমুক্ত আছে। বরং দেশের আরও অনেক শিক্ষা প্রতিষ্ঠান ঢাকা সিটি কলেজের এ পদ্ধতি রোল মডেল হিসেবে অনুসরণ করে আসছে। প্রতি বছর জুলাই থেকে পরবর্তী জুন মাস পর্যন্ত ০১ বছরের জন্য দ্বাদশ শ্রেণির ছাত্রদের নিয়ে কাউন্সিল গঠন করা হয়। এ পদ্ধতির বাইরে যাওয়ার জন্য কোনো শিক্ষক-কর্মচারী, সাধারণ ছাত্রছাত্রী এবং অভিভাবকরাও রাজি নন। অতএব আধুনিক ঢাকা সিটি কলেজের রূপকার বরণ্য শিক্ষাবিদ প্রয়াত অধ্যক্ষ প্রফেসর মো. হাফিজ উদ্দিন প্রবর্তিত পদ্ধতি থেকে সরে না আসার জন্য অত্র কলেজের সকল শিক্ষক, মেধাবী ও সুশৃঙ্খল শিক্ষার্থী এবং কর্মকর্তা-কর্মচারী একমত এবং দৃঢ়ভাবে অঙ্গীকারাবদ্ধ।

৯ নং দাবি: মাস শেষে ছাত্র কাউন্সিলরদের সঙ্গে আলোচনা সভা করতে হবে।

জবাব: অনুকূল পরিবেশ বজায় থাকলে কলেজের শিক্ষার অগ্রগতি, নিয়ম-শৃঙ্খলা, শিক্ষার সুষ্ঠু পরিবেশ, কলেজের ফলাফল ও সার্বিক উন্নয়ন বিষয়ে আলোচনা করা যেতে পারে।

১০ নং দাবি: আমাদের ডাকা মানববন্ধন কেন বন্ধ করা হলো?

জবাব: মানববন্ধন সংঘটিত হয়ই নাই, তাই আমরা কেন মানববন্ধন বন্ধ করতে যাব? বিশৃঙ্খলা সৃষ্টিকারী কিছু শিক্ষার্থীদের অযৌক্তিক মানববন্ধনের ডাক কলেজের নিয়ম-শৃঙ্খলার পরিপন্থী ও অগ্রহণযোগ্য হওয়ায় সাধারণ শিক্ষার্থীরা তা প্রত্যাখান করেছে।

শিক্ষার সুষ্ঠু পরিবেশ বজায় রাখার বৃহত্তর স্বার্থে দেশের অন্যতম সুনামখ্যাত শিক্ষা প্রতিষ্ঠান ঢাকা সিটি কলেজ রাজনীতি মুক্ত ছিল, আছে এবং থাকবে ইনশাআল্লাহ। এ বিষয়ে সকল শিক্ষক, শিক্ষার্থী, কর্মকর্তা-কর্মচারী, অভিভাবক এবং কলেজ প্রশাসন একমত ও বদ্ধপরিবদ্ধ।

সকলের মঙ্গল কামনায়,


28.05.25

প্রফেসর এফ. এম. মোবারক হোসেন
অধ্যক্ষ (ভারপ্রাপ্ত)
ঢাকা সিটি কলেজ


28.05.25

প্রফেসর রিয়াজ মাহমুদ খান
উপাধ্যক্ষ
ঢাকা সিটি কলেজ